JAN

পৃঃ ৭ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

অপ্রীতিকর ঘটনার পর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

ছাত্রীদের আবাসিক সংকটের জের ধরে ছাত্রদের হাতে উপাচার্যসহ ৩০ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসিক সংকটকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ক্যাম্পাসে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। এ সময় ছাত্রদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দুজন ডিন, ট্রেজারার, মহিলা হলের প্রভোস্ট, সহকারী প্রভোস্ট ছাত্রবিষয়ক পরিচালকসহ কমপক্ষে ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী লাঞ্ছিত হন। প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্রছাত্রীরা বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগ করেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। এর ফলে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বদ্যিালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ১৫০ সিট বিশিষ্ট ছাত্রী হলে পূর্ব থেকেই সকল সিটে ছাত্রী ভর্তি রয়েছে। সম্প্রতি নতুন ছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার আবাসিক সংকটের সৃষ্টি হয়। নবাগত ছাত্রীরা কয়েকদিন থেকে সিটের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি মহিলা হলের প্রভোস্ট ছাত্রীদের বাড়ি ভাড়া করার পরামর্শ দেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। এদিকে ছাত্রী হলের দুটি কক্ষে অবস্থানকারী সদ্য ভর্তি হওয়া ২০/২৫ জন ছাত্রীদের ব্যাপারে হলের সিনিয়র ছাত্রীরা আপত্তি জানায়। তখন নবাগত ছাত্রীরা তাদের আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করে। গতকাল রোববার সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টায় ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার চত্বরে এক সমাবেশ করে। তারা সেখান থেকে মিছিল সহকারে ছাত্রী হলের তালা ভেঙে প্রভোস্টের রুমে তালা লাগিয়ে দেয়। সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল সহকারে প্রশাসনিক ভবনে আসে। তারা সেখানে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্য্যের সঙ্গে কথা বলার দাবি জানায়। উপাচার্য্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম ছাত্রীদের জানান, তারা অবৈধভাবে রয়েছে। কথা বলার একপর্যায়ে তিনি 'প্রয়োজনে ছাত্রীদের বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হবে' বলে উক্তি করলে ছাত্রছাত্রীরা হইচই শুরু করে এবং প্রশাসনিক ভবনে ভাঙচুর শুরু করে। সূত্রটি জানায়, এ সময় উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত ছাত্রদের হাতে উপাচার্য্য ড. এস এম নজরুল ইসলাম, ডিন ড. আহম্মদ হোসেন মৃধা ও অধ্যাপক এ বি ম রাশিদুজ্জামান, প্রভোস্ট মতিন, সহকারী প্রভোস্ট সামসুর রহমানসহ কর্মকর্তা-কর্মচরীরা লাঞ্ছিত হয়। ট্রেজারার অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ঐ মুহূর্তে প্রশাসনিক ভবনে আসার সময় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা লাঠি নিয়ে তাকেও ধাওয়া করে এবং লাঞ্ছিত করে। তখন এক মহিলা কর্মচারী তাকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক জানান, ছাত্রদের হাতে উপাচার্য্য লাঞ্ছিত হননি। তাকে শিক্ষকরা রক্ষা করেন। তবে ট্রেজারার, ডিনসহ ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হয়েছেন। বিকালে রেজিস্ট্রার আবুল্লাহ হেল বাকী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হলের ছাত্রছাত্রীদের গতকালই বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকালে একাডেমি কাউন্সিলের জরুরি সভায় উপাচার্য্য ঘটনার বর্ণনা দেন। কাউন্সিল সদস্যরা কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমানকে প্রধান করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে রাত ৮টায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এক লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, উপাচার্য্যের ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও বহিরাগতরা ছাত্রছাত্রীদের ওপর নগ্ন হামলা চালায়। অরাজনৈতিক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন না থাকলেও কর্মচারীদের রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সংগঠন রয়েছে। ছাত্রীরা গত ২ সপ্তাহ যাবৎ মহিলা হলের করিডোরে মানবেতর জীবনযাপন করছে।